ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

১২ জুলাই ২০২৬

জেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০২৬ (খসড়া) এর ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর পর্যালোচনা ও সুপারিশ

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	মতামত
১ (৪)	"জনসংযোগ" অর্থ জেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সংগে যোগাযোগ, সাক্ষাত বা পরিচিত হওয়া।	**পর্যালোচনা:** জেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার এই ধারায় প্রার্থীদের "প্রচারণামূলক কার্যক্রম" শব্দযুগল অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। **সুপারিশ:** "জনসংযোগ" অর্থের আওতায় "প্রচারণামূলক কার্যক্রম" অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে, ধারাটি নিম্নরূপ হবে– "জনসংযোগ" অর্থ জেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাত বা পরিচিত হওয়া কিংবা কোনো প্রকার প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩	নির্বাচনি প্রচারণায় সম অধিকার	**পর্যালোচনা:** দলীয় প্রতীকে নির্বাচন বাতিল করায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন কার্যত নির্দলীয়। তবে উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য ও সরকারি বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত দলীয় ব্যক্তি যারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছেন, তাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থানসহ প্রচারণায় অংশগ্রহণের সম্ভবনা রয়েছে। ফলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রভাবশালী দল ও ব্যক্তির প্রভাব বিস্তারের সুযোগ রয়েছে, যা নির্বাচনে সম-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতে বাধা এবং নির্বাচনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করাসহ সার্বিকভাবে নির্বাচনের পরিবেশকে উত্তপ্ত ও সংঘাতময় করতে পারে। **সুপারিশ:** নিম্নলিখিত উপধারা যোগ করতে হবে– ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য, উপদেষ্টাসহ সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণা ও তা রাষ্ট্রীয় প্রচার মধ্যমে প্রচারকে নির্বাচনি আচরণ বিধি ভঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
নতুন ধারা অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ	নির্বাচনে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত	**সুপারিশ** • নির্বাচনে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, প্রতিবন্ধিতা বা পরিচয়ের অন্যান্য যে কোনো বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করে হয়রানিমূলক কার্যক্রমকে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। • কোনো প্রার্থী বা তার সমর্থক বা প্রচারককর্তৃক লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, প্রতিবন্ধিতা বা পরিচয়ের অন্যান্য যে কোনো বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করে অনলাইন ও অফলাইনে প্রচারণার নামে অন্য প্রার্থী বা তার সমর্থক ও প্রচারককে

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	মতামত
		হয়রানি এবং কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা তৈরিকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, প্রতিবন্ধিতা বা পরিচয়ের অন্যান্য যে কোনো বৈচিত্র্য বিবেচনায় নির্বাচনে সবার সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে– • লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, প্রতিবন্ধিতা বা পরিচয়ের অন্যান্য যে কোনো বৈচিত্র্যসহ নির্বিশেষে সকল ভোটারের নিরাপত্তা, সুরক্ষা, সমান ভোটাধিকার ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। • নারী, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য দুর্বল প্রার্থী ও ভোটারদের হয়রানি করতে পারে এমন যেকোনো অনলাইন ও অফলাইন প্রচারণা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪	কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, ইত্যাদি নিষিদ্ধ: কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বীপ্রার্থী বা তাহার পক্ষে রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে পারিবে না।	**পর্যালোচনা:** এই ধারাটির প্রয়োগ নিশ্চিত করা কঠিন। বিশেষকরে, ডিজিটাল মাধ্যমে (মোবাইল আর্থিক মাধ্যম, ব্যাংক ট্রান্সফার, হুন্ডি ইত্যাদি) চাঁদা বা অনুদানের অর্থ প্রেরণ করা সহজ। ফলে যে কোনো স্থান থেকে প্রকাশ্যে বা গোপনে চাঁদা বা অনুদান প্রদান সম্ভব। এ সকল কার্যক্রমে ব্যাংকসহ বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকার ঘটনা বিগত নির্বাচনগুলোতে ঘটেছে। কিন্তু এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধসহ ধারাটির প্রয়োগ নিশ্চিতে কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে এই বিধিমালায় উল্লেখ নেই। এ ছাড়া, মনোনয়ন বাণিজ্যের নামে অবৈধ অর্থ লেনদেনের বিষয়ে এই বিধিমালায় কিছু উল্লেখ করা হয়নি। **সুপারিশ:** নিম্নলিখিত উপধারা যোগ করতে হবে– • রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা প্রার্থী মনোনিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন গ্রহণ বা প্রদান এবং ভোট ক্রয়ের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে (ব্যাংক, এমএফএস বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যম, নগদ অর্থ) কোনো প্রকার চাঁদা, অনুদান ও আর্থিক লেনদেন করিতে বা করিবার অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।
৭ (খ)	**সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার:** সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার বা এতদুদ্দেশ্যে উহাতে অবস্থান করা যাইবে না;	**পর্যালোচনা:** সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে উল্লেখ করা হলেও রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম (বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার) উল্লেখ করা হয়নি। **সুপারিশ:** এই ধারার আওতায় রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম (বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার) ব্যবহার করে কোনো প্রার্থীর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রচার-প্রচারণা ও সভা-সমাবেশ করা যাইবে না উল্লেখ করতে হবে।

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	মতামত
৮	সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ- কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্যকোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান জনসংযোগ, পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যাতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করিতে পারিবে না	**পর্যবেক্ষণ:** বিধিমালায় জনসভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হলেও পথসভা ও ঘরোয়া সভা পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পূর্বানুমতি গ্রহণের কোনো বিধান রাখা হয়নি। এ ছাড়া কোন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং অনুমতি প্রদানের প্রক্রিয়া কী হবে, সে বিষয়েও বিধিমালায় কোনো নির্দেশনা নেই। **সুপারিশ:** নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট ধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে– • পথসভা ও ঘরোয়া সভা পরিচালনার জন্য পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা বিধিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। • অনুমতি প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ থেকে (যেমন– স্থানীয় থাকা বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ) অনুমতি গ্রহণের প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট করতে হবে।
৯	নির্দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন; এবং পোষ্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ফেষ্টুন, ব্যানার ব্যাবহার সংক্রান্ত পৃথক ধারা অন্তর্ভুক্ত করা	**পর্যালোচনা:** দলীয় প্রতীকে নির্বাচন বাতিল করায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন কার্যত নির্দলীয়। তবে রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিজেদের প্রার্থীদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণসহ দলীয় প্রচারণার সম্ভবনা রয়েছে। এ ছাড়া, প্রচারণায় সুবিধা গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলের প্রতীক এবং ব্যক্তিদের ছবি ব্যবহারের সম্ভবনা রয়েছে, যা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারসহ নির্বাচনকে উত্তপ্ত ও সংঘাতময় করায় সুযোগ তৈরি করবে। এটি নির্দলীয় নির্বাচন অয়োজনে অন্যতম বাধা। এ ছাড়া, নির্বাচনের পর নির্বাচনের প্রচারণা সামগ্রী সরিয়ে ফেলাসংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা এই ধারায় উল্লেখ করা হয়নি। **সুপারিশ** • এই ধারায় রাজনৈতিক দলের দলীয় প্রতীক বা ব্যক্তিদের ছবি ও নাম ব্যবহার নিষিদ্ধ করে একটি পৃথক ধারা যোগ করতে হবে। • নির্বাচন শেষে পরিবেশ ও জনদুর্ভোগ বিবেচনায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃত সব ধরনের প্রচারসামগ্রী ভোটগ্রহণের দিন থেকে সাত দিনের মধ্যে অপসারণ করার নির্দেশনা-সংক্রান্ত একটি পৃথক ধারা যোগ করতে হবে।
১৩ (৩)	নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না	**সুপারিশ:** এই ধারার আওতায় প্রোজেক্টর ও টিভি স্ক্রিন যুক্ত করতে হবে। একইসঙ্গে, এই ধারায় নিম্ন লিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে– • অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার করে নির্বাচনি প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পরিবে না। • প্রচারণার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট, ধর্মীয় মাহফিল বা জমায়েত ইত্যাদি আয়োজন করা যাইবে না।

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	মতামত
১৮ (খ) (গ)	(খ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবে না; (গ) এবং ভোটারগণকে কোনরূপ উপঢৌকন, বকশিশ, ইত্যাদি প্রদান করিতে পারিবেন না	**সুপারিশ:** উপঢৌকন হিসেবে নগদ অর্থ, মোবাইল ব্যাংকিং বা ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থ প্রদান, ভোটের দিন পরিবহণ ও খাওয়ার খরচ বা খাবার প্রদানকে নিষিদ্ধের আওতায় এনে এই উপধারায় সংযুক্ত করতে হবে।
২৭ (১)	নির্বাচনি ব্যয়সীমা (১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত ব্যয়সীমা অতিক্রম করতে পারবে না	**পর্যালোচনা:** মাঠ পর্যায়ে প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় যাচাইয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই। ফলে প্রকৃত ব্যয় যাচাই করা কঠিন। **সুপারিশ:** নিম্নের বিষয়গুলো এই উপধারায় যোগ করতে হবে– • নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে প্রার্থীদের নির্বাচনে ব্যয়িত অর্থের উৎসসহ ব্যয়বিবরণী কমিশনে জমা প্রদান করতে হবে। নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণী জমা প্রদানে ব্যর্থদের পরবর্তী যে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা। • কোনো বিজয়ী প্রার্থী নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণী কমিশনে জমা প্রদান না করলে তার প্রার্থীতা বাতিলের বিধান।
৩২	কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল: (১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত, সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবেন। (২) উপবিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরুপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইবার	**পর্যালোচনা:** এই ধারায় কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিলের বিষয় বলা হলেও বাতিলের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশসহ প্রক্রিয়াটি সম্পাদনে কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি। শাস্তি আরোপের আগে শুনানি, প্রমাণ উপস্থাপন এবং আপিলের সুযোগ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া, বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষিত হওয়া এবং গেজেট আকারে বিজয়ী প্রার্থী ঘোষণার পর যদি কোনো বিজয়ী প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনি বিধিমালা লঙ্ঘন এবং তার প্রেক্ষাপটে প্রার্থীতা বাতিলের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কমিশনের পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। **সুপারিশ:** নিম্নের বিষয়গুলো এই উপধারা যোগ করতে হবে– • প্রার্থীতা বাতিলে পূর্বে শুনানি, প্রমাণ উপস্থাপন এবং আপিলের সুযোগ আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। • বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা এবং গেজেট প্রকাশের পর কোনো বিজয়ী চেয়ারম্যান বা সদস্য এর বিরুদ্ধে নির্বাচনি বিধিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে, প্রার্থিতা বা নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট ধারায় পৃথকভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	মতামত
	অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পরিবেন।	

নোট: নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রস্তাবিত জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০২৬ সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করার সুয়োগ না থাকায় নির্বাচন কমিশনের সুবিবেচনার জন্য আলাদাভাবে প্রদান করা হলো–

১. **প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য প্রকাশ ও যাচাই-বাছাই**

প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ এবং দায়-বিবরণীসহ অন্যান্য তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং সম্পদ কতোটা বৈধ উপায়ে অর্জিত, তা দ্রুততার সঙ্গে যাচাইয়ে কমিশনকে একটি অটোমেশন পদ্ধতি প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে–

- প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামার তথ্য দাখিলের এক সপ্তাহের মধ্যে কমিশন কর্তৃক মেশিন রিডেবল ফরমাটে তা প্রকাশ করতে হবে। দাখিলকৃত তথ্য আইনিভাবে বৈধ নথি হিসেবে বিবেচিত হবে।
- নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি "হলফনামা তথ্য যাচাই-বাছাই কমিটি" গঠন করতে হবে। এই কমিটিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও নির্বাচনি এলাকা-সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- "হলফনামা তথ্য যাচাই-বাছাই কমিটি" এর সদস্যদের হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট অনলাইন ডেটাবেইজে প্রবেশগম্যতা প্রদান করতে হবে।
- "হলফনামা তথ্য যাচাই-বাছাই কমিটি" এর কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন এবং যাচাই-বাছাইয়ের ফলাফল জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

২. **প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়বিবরণীর তথ্য প্রকাশ:** প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়বিবরণী দাখিলের পদ্ধতিটি অনলাইন-ভিত্তিক করতে হবে। প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যয়বিবরণী কমিশনের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করতে হবে। প্রার্থীর দাখিলকৃত ব্যয়বিবরণীর তথ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. **ডিজিটাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক নির্বাচনি প্রচারণার** ক্ষেত্রে প্রার্থী ও প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সকল অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল আইডি এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নির্বাচন কমিশনে দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকলেও, এসব তথ্যের যাচাই, নিবন্ধন ও পর্যবেক্ষণের জন্য কোনো সুস্পষ্ট পদ্ধতি বা কাঠামো নির্ধারিত নেই। এ ছাড়া, ভুয়া (ফেক) অ্যাকাউন্ট বা পরিচয় ব্যবহার করে কোনো প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালানো হলে, তা শনাক্ত ও যাচাইয়ের কার্যকর ব্যবস্থা অনুপস্থিত। সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত অনলাইন প্রচারণা কোন পর্যায়ে প্রার্থীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে বিবেচিত হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে বিধানটির কার্যকর বাস্তবায়ন কঠিন। এক্ষেত্রে, প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঘোষিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, অ্যাকাউন্ট ও সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাইয়ের জন্য নিবন্ধনের পাশাপাশি প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে পরিচালিত ডিজিটাল প্রচারণা পর্যবেক্ষণে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে হবে।

****